দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ...18 DEC 2006...
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

১০

বাকৃবিতে টানটান উত্তেজনা ॥ সব পরীক্ষা স্থগিত

বাকৃবি সংবাদদাতা ॥ বিজয় দিবসে পুষ্পস্তবক অর্পণের পরবর্তী মিছিলকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগ-ছাত্রদলের সংঘর্ষের জের ধরে রবিবার থেকে ক্যাম্পাসে টানটান উত্তেজনা বিরাজ করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল নিরাপত্তার দায়িত্ব পুলিশ প্রশাসনের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। প্রায় সব বিভাগেই প্রশাসনিক আদেশের মাধ্যমে সকল এমএস পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। কৃষিতত্ত্ব বিভাগে এমএস দ্বিতীয় সেমিস্টারের ক্রপ ইন্ড এ্যাসেসমেন্ট পরীক্ষা নেয়ার সময় ছাত্রশিবিরের বাধা ও কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে ৪৫ মিনিট পরীক্ষা চলার পর বিভাগ থেকে পরীক্ষা বন্ধ করে দেয়া হয়। ছাত্রলীগ তাদের ওপর হামলার বিচার, পূর্বের সময় তাদের ওপর হামলার বিচার, সকল রাজনৈতিক সংগঠনের সহঅবস্থান, স্বস্থানে প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড করার সুযোগ, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার এবং স্বাধীনতাবিরোধী ছাত্রশিবিরকে ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত ঘোষণার দাবিতে রবিবার দুপুর ১২টা থেকে বিকাল পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গেটে অবস্থান ধর্মঘট করে ও সকল যান চলাচল বন্ধ রাখে। পরে প্রশাসনের আশ্বাসে দাবি পূরণের ১ দিনের আল্টিমেটাম দেয়া হয়। অন্যথায় তারা সোমবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘটে যাবে। উল্লেখ্য, শনিবার পুষ্পস্তবক অর্পণ পরবর্তী ছাত্রলীগের মিছিল ও ছাত্রদলের উস্কানিমূলক বক্তব্য নিয়ে ছাত্রলীগ-ছাত্রদল সংঘর্ষে ১৫ জন আহত হয় এবং ছাত্রলীগ শিবির সভাপতির কক্ষ তছনছ করে।

জাবি সংবাদদাতা জানান, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের যৌন নিপীড়ক শিক্ষক ড. গোলাম মোস্তফার বরখাস্তের দাবিতে আন্দোলন তীব্রতর হয়েছে। বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর সাংস্কৃতিক জোট ও অন্যান্য বিভাগের

জাবির যৌন নিপীড়ক শিক্ষকের বরখাস্তের দাবিতে শিক্ষার্থীদের অবস্থান ধর্মঘট পালন

সাধারণ শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে আন্দোলনের যৌথ প্লাটফর্ম 'নিপীড়নের বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরনগর'। রবিবার বেলা সাড়ে ৪টায় বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতিতে (জাবিসাস) এই ব্যানারে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষার্থীরা আগামী ৩০ ডিসেম্বর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঈদ-উল-আযহা ও শীতকালীন ছুটি আরম্ভ হওয়ার আগেই ড. গোলাম মোস্তফাকে বরখাস্ত করার দাবি জানান। দাবি না মানলে শিক্ষার্থীরা দুর্বার ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার ঘোষণা দিয়ে বলেন, আর কোন ছাত্রী যেন ভবিষ্যতে লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত না হয় এ জন্য প্রশাসনকে 'যৌন নিপীড়নবিরোধী নীতিমালা' ও 'অভিযোগ সেল' গঠন করতে হবে। এদিকে সকাল ১১টায় 'নিপীড়নের বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরনগর' প্রায় দু' শতাধিক শিক্ষার্থীর মিছিল নিয়ে প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান নেয়। প্রায় দেড় ঘণ্টা তারা এখানে ড. মোস্তফার বরখাস্তের দাবিতে অবস্থান ধর্মঘট পালন করে। শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, এ সময় আন্দোলনকারীদের একটি প্রতিনিধিদল উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি তাদের সঙ্গে অসহযোগিতামূলক আচরণ করেন। পরে বেলা সাড়ে ১২টায় শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বরে সমাবেশ করেন। একই দাবিতে প্রগতিশীল ছাত্রজোট বেলা ১২টায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। উল্লেখ্য, গত ১৬ নবেম্বর বাংলা বিভাগের শিক্ষক ড. গোলাম মোস্তফার বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ আনে ঐ বিভাগের এক ছাত্রী। ৯ ডিসেম্বর অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য একটি সত্যাসত্য যাচাই কমিটি গঠিত হয়। জানা গেছে, ঐ বিভাগের আরও ৯ ছাত্রী একই শিক্ষকের বিরুদ্ধে হয়রানির অভিযোগ এনেছে।